রীট পিটিশন নাম্বার-১৪১৮০/২০১৯

উপস্থিত:
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

তারিখ ঃ ২৯ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

জনাব জয়নুল আবেদীন, অ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব এমদাদুল হক, অ্যাডভোকেট
----আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব এম.এম.জি. সারওয়ার পায়েল, অ্যাডভোটে
জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট
----প্রতিপক্ষ নং-২ এর পক্ষে।

জনাব অমিত তালুকদার, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
জনাব গোলাম সারওয়ার বাপ্পী, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব সামীউল আলম সরকার, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস উর্বষী বড়ুয়া সীমি, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
---- সরকার পক্ষে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ বিধান অনুসারে আনীত আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান রুল নিশিটি নিম্ন লিখিত শর্তে জারি করা হয়:

"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the detenu Md. Awlad Hossain, Son of late Nur Mohammad of Village-Taksur, Police Station-Ashulia, District-Dhaka now detained in Sherpur District Jail, Sherpur should not be produced before this court to satisfy itself that the said detenu is not being held in custody without lawful authority and in an unlawful manner and why a direction should not be given upon the Respondents to set at liberty of the detenu forthwith from this court and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper".

দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, দরখাস্তকারীর স্বামী মোঃ আওলাদ হোসেন বিগত ৩০/১০/২০১৯ তারিখ কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-২৫/২০১৮ সূত্রে গ্রেফতার করা হয়। পরবীতে ট্রাইব্যুনাল উক্ত আওলাদ হোসেন-কে মামলা হতে অব্যাহতি দেন এই কারনে যে তার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী করা হয়নি। কিন্তু আওলাদ হোসেন জেল হতে মুক্তি লাভ করতে পারেন নি। তাকে রাজশাহী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-এর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-৩৭/২০১৬-এ গ্রেফতার দেখানো হয়। পরবর্তীতে একই ভাবে

দেখা যায় যে, উক্ত মামলায় জারীকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানাটি ভুয়া। কিন্তু আওলাদ হোসেন বাগেরহাট চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন সি.আর মোকদ্দমা নং-২৪৫/২০১৭ মামলায় আটক থাকায় তিনি জেল হাজত থেকে বের হতে পারেননি। পরবর্তীতে উক্ত গ্রেফতারি পরোয়ানাও ভুয়া মর্মে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু আওলাদ হোসেন বর্তমানে চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শেরপুর, সি.আর মামলায় ১৫৯/২০১৯ মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা সূত্রে শেরপুর জেলা কারাগারে আটক আছেন।

দরখাস্তকারীর উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিআইডি) ঢাকা-কে উক্ত ভুয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তৈরির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করে অত্র আদালতে প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

সিআইডি আদেশ প্রতিপালনে ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী ও আদালতে নথি সৃজনে জড়িত ০৮ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানার মামলা নং-৪০ তারিখ ১১/০২/২০২০ইং দন্ডবিধি ধারা-৪০৬/৪২০/৪৬৬ /৪৬৮/৪৭১/৩৪৩/৩৪ অনুযায়ী ফৌজদারী মামলা রুজু করেছে এবং ঐ মামলার আসামীদের অনেকেই বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবান বন্দি প্রদান করেছে।

দরখাস্তাকারী পক্ষে পৃথক একটি দরখাস্ত দাখিলক্রমে উপরোক্ত দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে ক্ষতিপূরন আদায়ের দাবীতে একটি সম্পূরক দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ নং-৯ মহা-কারা পরিদর্শকের পক্ষে একটি হলফনামা দাখিলক্রমে আদালতের নির্দেশনা প্রতিপালনে অবহিত করা হয়েছে।

স্বার্থানেশি ব্যক্তিদের দ্বারা ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা তৈরী করে দরখাস্তকারীর স্বামী মোঃ আওলাদ হোসেনকে একের পর এক গ্রেফতার দেখানো দুঃখজনক, অমানবিক এবং আইনের শাসনের পরিপন্থি। ইদানীয় প্রায়শঃ গনমাধ্যমে ভুয়া ওয়ারেন্টের মাধ্যমে নিরীহ ও সাধারন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানির সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। আদালত বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে ভুয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিন্মোক্ত নির্দেশ প্রদান করছে-

১। গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুর সময় গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৭৫ এর বিধানমতে নির্ধারিত ফরমে উল্লেখিত চাহিদা অনুযায়ী সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে তথ্যাদি দ্বারা পূরন করতে হবে;

যেমন: (ক) যে ব্যক্তি বা যে সকল ব্যক্তি পরোয়ানা কার্যকর করবেন, তার বা তাদের নাম এবং পদবী ও ঠিকানা সুনিদিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(খ) যার প্রতি পরোয়ানা ইস্যু করা হচ্ছে অর্থাৎ অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা এজাহার/নালিশী মামলা কিংবা অভিযোগপত্রে বর্ণিতমতে সংশ্লিষ্ট মামলার নম্বর ও ধারা (এক্ষেত্রে জি আর/নালিশী মামলার নম্বর) এবং ক্ষেত্রমত আদালতের মামলার নম্বর ও ধারা সুনিদিষ্ট ও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেক করতে হবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট জজ (বিচারক)/ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরের নিচে নাম ও পদবীর সীল এবং ক্ষেত্রমত দায়িত্ব প্রাপ্ত বিচারকের নাম ও পদবীর সীলসহ বামপাশে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আদালতের সুস্পষ্ট সীল ব্যবহার করতে হবে;

(ঘ) গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রস্তুতকারী ব্যক্তির (অফিস স্টাফ) নাম, পদবী ও মোবাইল ফোন নাম্বারসহ সীল ও তার সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ব্যবহার করতে হবে যাতে পরোয়ানা কার্যকরকারী ব্যক্তির পরোয়ানার সঠিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদ্রেগ হলে পরোয়ানা প্রস্তুতকারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে উহার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।

২। গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রস্তুত করা হলে স্থানীয় অধিক্ষেত্রে কার্যকর করনের জন্য সংশ্লিষ্ট পিয়নবহিতে এন্ট্রি করে বার্তাবাহকের মাধ্যমে তা পুলিশ সুপারের কার্যালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ করতে হবে এবং পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের/থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পিয়নবহিতে স্বাক্ষর করে তা বুঝে নিতে হবে। গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রেরনে ও কার্যকর করার জন্য পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার কাজে লাগানো যেতে পারে;

৩। স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরের জেলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করনের ক্ষেত্রে পরোয়ানা ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ গ্রেফতারি পরোয়ানা সীলগালা করে এবং অফিসের সীলমোহরের ছাপ দিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;

৪। সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সীল মোহরকৃত খাম খুলে প্রাপ্ত গ্রেফতারি পরোয়ানা পরীক্ষা করে উহার সঠিকতা নিশ্চিতঅন্তে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ব্যবস্থা নিবেন। তবে কোন গ্রেফতারি পরোয়ানার ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেগ হলে পরোয়ানায় উল্লেখিত পরোয়ানা প্রস্তুতকারীর মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে উহার সঠিকতা নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

৫। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করনের জন্য পরোয়ানা গ্রহনকারী কর্মকর্তা গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্তিঅন্তে তা কার্যকর করনের পূর্বে পুনরায় পরীক্ষা করে যদি কোনরুপ সন্দেহের উদ্রেগ হয় সেক্ষেত্রে পরওয়ানায় উল্লেখিত পরওয়ানা প্রস্তুতকারীর মোবাইল ফোন নম্বরে ফোন করে উহার সঠিকতা নিশ্চিত হয়ে পরোয়ানা কার্যকর করবেন;

৬। গ্রেফতারি পরোয়ানা অনুসারে আসামীকে/আসামীদের গ্রেফতারের পর সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে উক্ত আসামী/আসামীদের আইন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেট/জজ আদালতে গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ উপস্থাপন করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট/জজ গ্রেফতারকৃত আসামী/আসামীদের জামিন প্রদান না করলে আদেশের কপি সহ হেফাজতি পরোয়ানা মুলে আসামী/আসামীদের জেল হাজতে প্রেরণসহ ক্ষেত্রমত সম্পূরক নথি তাৎক্ষনিকভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুকারী জজ/ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বরাবর প্রেরণ করবেন;

৭। সংশ্লিষ্ট জেল সুপার কিংবা অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হেফাজতি পরোয়ানামুলে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আসামী/আসামীদের গ্রেফতারি পরোয়ানা ইস্যুকারী আদালতকে এই মর্মে অবিলম্বে অবহিত করবেন যে, কোন্ থানার কোন্ মামলার সূত্রে কিংবা কোন্ আদালতের কোন্ মামলায় বর্নিত আসামীদের উক্ত আদালতের ইস্যুকৃত পরোয়ানামূলে জেল

হাজতে প্রেরন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আসামীদের নতুন কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্ত হলে জেল সুপার ঐ গ্রেফতারি পরোয়ানার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদালত হতে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পরোয়ানা কার্যকর করবেন।

প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের কপি প্রেরন করা হোক-

১। সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২। সচিব, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ৩। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ। ৫। মহা-কারা পরিদর্শক, বাংলাদেশ। ৬। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ও রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ, অত্র রায় ও আদেশটি প্রত্যেক দায়রা জজ ও মেট্রোপলিটন দায়রা জজ, সকল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আদালত সমূহের বিচারকবৃন্দ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দকে অবগত করাতে হবে।

বর্তমানে অত্র বেঞ্চের রুল ইস্যু করার এখতিয়ার না থাকায় দরখাস্তাকারী কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পুরক দরখাস্তটির উপরে কোন আদেশ প্রদান করা হলো না। সে কারণে রুলটি চুড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি না করে অত্র আদালতের কার্যতালিকা হতে বাদ দেয়া হলো। দরখাস্তকারী প্রয়োজনে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে দরখাস্তটি উত্থাপন করতে পারবেন।